যুগান্তর

তারিখ ...13 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১...

# পরীক্ষার ফল কেলেংকারি

অবশেষে বাতিল হইতেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৪ সালের মাস্টার্স পরীক্ষার ফল। বাতিল হইলেও প্রথম শ্রেণী পাওয়ার ক্ষেত্রে ফলাফলে তেমন কোন হেরফের ঘটিবে না। পূর্বের ৫২ জনের প্রথম শ্রেণী হইতে ছিটকাইয়া পড়িতেছে ৩ জন। সেইখানে বঞ্চিত ও পুনর্মূল্যায়নে ২ জন প্রথম শ্রেণী সরণিতে যুক্ত হওয়ায় ৫১ জন টিকিতেছে। আর সারপ্রাইজ অপেক্ষা করিতেছে স্থান নির্ধারণীর ক্ষেত্রে। পূর্বে প্রকাশিত স্থান নির্ধারণীতে যাহারা প্রথমদিকে জায়গা পাইয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ ছিটকাইয়া পড়িতে যাইতেছে। অভিযোগ দায়েরের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিল। সেই কমিটি যে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছে সেখানে ফল বাতিলের সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথাও বলা হইয়াছে। আগামী বুধবারের সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হইবে এবং ধারণা করা যায় রিপোর্ট সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইবে। ইহা উপাচার্যেরও প্রত্যাশা। বোধ করি, এইবারই প্রথম পরীক্ষায় বড় ধরনের একটি অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়াছে। ১১ পাতার ওই রিপোর্টে ৪টি সুপারিশ করা হইয়াছে। পূর্বের ফল বাতিল, নতুন ফল প্রকাশ, নতুন টেব্যুলেশন শিট গ্রহণ, পরীক্ষা কমিটির সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নম্বরবঞ্চিত জনৈক ছাত্রীর আবেদন গ্রহণ করিয়া নতুন নম্বর যোগ করা। তদন্ত কমিটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুস্পষ্ট আলামত পায় নাই। শিক্ষক রাজনীতি এমন পর্যায়ে গিয়া ঠেকিয়াছে যে, একে অপরকে ঘায়েল করিতে সচেষ্ট থাকেন। ইহা কেবল শিক্ষার পরিবেশই নস্যাৎ করে না, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংক্রমিত করে ঐ সংস্কৃতি। শুধু ২০০৪ সালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাস্টার্স পরীক্ষার ফলেই এমনতর কারচুপি হইয়াছে ভাবিলে ভুল হইবে। এই ধরনের অপকর্ম অতীতে বহু ছেলেমেয়ের শিক্ষা ক্যারিয়ারকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল বিভাগে, আমাদের ধারণা দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই এই পরিবেশ-পরিস্থিতি বিদ্যমান। অযোগ্য শিক্ষার্থী ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পায় আর যোগ্য পায় উহার চাইতে খারাপ ফল এইরূপ বহু ঘটনা রহিয়াছে। এই সকল ঘটনা যে কোনভাবে বন্ধ করিতে হইবে। ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, মাস্টার্স পরীক্ষায় ৫২-৫৩ জন শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণী পাইবার যোগ্য। অতীতে এরকম ঘটে নাই। এই ধারণাই যুক্তি পায় যে, ২০০৪ সালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সকল পেপারের প্রশ্নই ফাঁস করা হইয়াছিল কিংবা পরীক্ষকগণ অন্যায় বিবেচনার মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীর নম্বর দিয়াছেন। আমরা ঐ সকল পরীক্ষার্থীর সকল খাতাই পুনঃনিরীক্ষার দাবি জানাই। তাহা হইলে বাহির হইয়া আসিবে প্রকৃত সত্য। দোষী সাব্যস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অতি জরুরি। তদন্ত রিপোর্টের মতো দীর্ঘসূত্রী হউক শিক্ষকদের অন্যায় বিচারের বিষয়টি, তাহা আমরা কেহ চাহি না। এই বিষয়ে যথাযথ বিচার ও শাস্তি হইলে আমাদের বিশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা নিরীক্ষা, নম্বর প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরিয়া আসিবে।